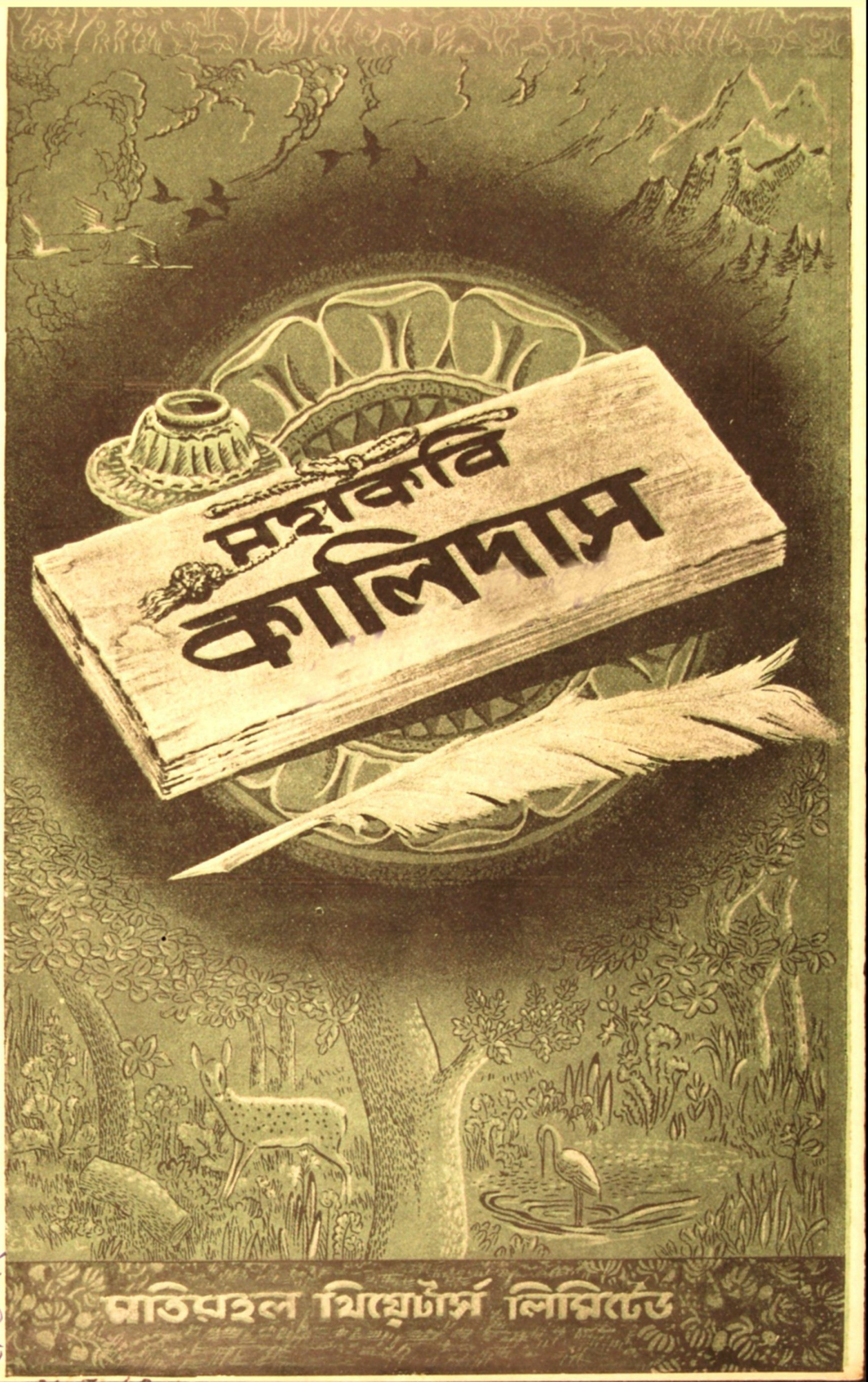


21-3-42

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্যতন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা—
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।

আজ তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ—
কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ,
কোথা সেই উজ্জয়িনী,—কোথা গেল আজ
প্রভু তব, কালিদাস,—রাজ-অধিরাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মতিমহল থিয়েটার্সের সশ্রদ্ধ নিবেদন

# মহাকবি কালিদাস

—প্রযোজনা—

জি. সি. বোথ্‌রা

পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী

রচনা : অজয় ভট্টাচার্য

একমাত্র পরিবেশক
মতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেড
৬৮, কটন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

## — সঙ্ঘটনকারী —

| | | |
|---|---|---|
| তত্ত্বাবধান | — | কুমুদ রঞ্জন দাস |
| সংগীত পরিচালনা | — | হরিপ্রসন্ন দাস |
| আলোকচিত্র | — | প্রবোধ দাস |
| শব্দ নিয়ন্ত্রণ | — | সি, এস্, নিগম |
| রসায়ণাগার | — | কুলদা রায় |
| | | সুধীর চৌধুরী |
| শিল্প নির্দ্দেশ | — | বটকৃষ্ণ সেন |
| পরিচ্ছদ পরিকল্পনা | — | অরবিন্দ দত্ত |
| নৃত্য পরিকল্পনা | — | ব্রজবাসী সিং |
| ব্যবস্থাপনা | — | আর, এন্, পাণ্ডে |
| সম্পাদনা | — | সন্তোষ গাঙ্গুলী |
| দৃশ্য-সজ্জা | — | খরবুজ মিস্ত্রী |
| রূপ-সজ্জা | — | সেখ ইঁদু |
| | | প্রাণানন্দ গোস্বামী |
| | | শঙ্করলাল |
| স্থির চিত্র | — | দুলাল দাস |

## — সহকারী —

| | | |
|---|---|---|
| পরিচালনায় | — | মান্নু সেন |
| | | হিমাংশু দাস গুপ্ত |
| আলোকচিত্রে | — | মুরারী ঘোষ |
| | | কল্যাণ গুপ্ত |
| শব্দ নিয়ন্ত্রণে | — | শিশির চ্যাটার্জ্জি |
| | | মোহন সরকার |
| সংগীত পরিচালনায় | — | হেমন্ত মুখার্জ্জি |
| | | বিমল দত্ত |
| সম্পাদনায় | — | শান্তি ব্যানার্জ্জি |
| শিল্প নির্দ্দেশে | — | যতীন দাস |

## পরিচিতি

| | | |
|---|---|---|
| মহাকবি কালিদাস | — | নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ |
| বিক্রমাদিত্য | — | ছবি বিশ্বাস |
| মণিদীপা | — | মেনকা |
| কাঞ্চনমালা | — | পদ্মা দেবী |
| ভানুমতি | — | সুপ্রভা মুখার্জ্জি |
| দিঙ্‌নাগাচার্য্য | — | বিপিন গুপ্ত |
| দীন শর্ম্মা | — | ইন্দু মুখার্জ্জি |
| রুদ্রদাম | — | জীবেন বসু |
| তালকাণা | — | সত্য মুখার্জ্জি |
| চৌতাল | — | নৃপতি চাটার্জ্জি |
| কিশোর | — | নীতীশ মুখার্জ্জি |
| মহামাত্য | — | বিমান মুখার্জ্জি |
| কুমার গুপ্ত | — | প্রহ্লাদ ব্যানার্জ্জি |
| ব্রাহ্মণগণ | — | অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জি |
| | | জিতেন গাঙ্গুলী |
| | | বাদল চাটার্জ্জি |
| | | মাণিক ব্যানার্জ্জি |
| | | কানু বন্দ্যো (এঃ) |
| | | বিজলী মুখার্জ্জি |
| | | তুলসী চক্রবর্ত্তী |
| | | ফণী রায় |
| | | বোকেন চট্টো |
| চন্দনা | — | প্রমীলা ত্রিবেদী |
| চতুরিকা | — | শীলা রায় |
| নিপুণিকা | — | গুক্তিধারা মুখার্জ্জি |
| ব্রাহ্মণী | — | মনোরমা |

— অন্যান্য ভূমিকায় —

সলিল ব্যানার্জ্জি - কালী গুহ — কালী ঘোষ
কমলা অধিকারী প্রভৃতি

# মহাকবি কালিদাস

## কাহিনী

"কালিদাস" শুধু নামই নয়। বর্তমানের চোখে অতীতের স্বপ্ন। ঐতিহাসিক বাস্তবতাই তার সবটুকু নয়। অজস্র কল্পনা আর পরিকল্পনায় সুসমৃদ্ধ হয়েছে এই মহাকবির নাম। হিসাবের কষ্টিপাথরে হয় তো সে উপকথার কিছুমাত্র মূল্য নেই। কিন্তু এ কথা সত্য যে কবির প্রত্যক্ষ পরিচয় রয়েছে তাঁর কবিতায়। সেই তাঁর ইতিবৃত্ত। শত জনের মনে শত বিচিত্ররূপে কবি রূপায়িত হয়ে ওঠেন আপন কাব্যসৃষ্টির ভেতর দিয়ে। কবির জীবন-চরিত রচয়িতার অবাধ স্বাধীনতা সেখানে।

"মহাকবি কালিদাস" চিত্রনাটকের মূলভিত্তি মহাকবির অপরূপ কাব্যরাশি। এ কাহিনী "ইতিহাস" নয়, "কিংবদন্তী-ও"

# মহাকবি কালিদাস

ময়। অতীত যুগের একটি কাল্পনিক প্রতিচ্ছবিমাত্র।

তখন সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য মগধের সিংহাসনে। উজ্জয়িনী তাঁর অন্যতম রাজধানী। নাটকের পরিস্থিতি সেই স্বপ্নময় উজ্জয়িনী নগরে। সূচনা রাজসভায়।

সসমারোহে সম্রাট বিক্রমাদিত্য সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ জানালেন। তালপত্রের পুঁথিহস্তে এক তরুণ ব্রাহ্মণ অপলক দৃষ্টিতে সম্রাটকে নিরীক্ষণ করছিলেন। আশীর্ব্বাদ করতে স্মরণ ছিল না তাঁর। যুবকের এ-আচরণে সম্রাট বিস্মিত হলেন। যুবক এগিয়ে এলেন। তালপত্রের পুঁথি নিবেদন করলেন বিদ্যোৎসাহী সম্রাটকে। তালপত্র—রঘুবংশ আর কুমারসম্ভব কাব্য। কিন্তু সম্রাট প্রত্যাখ্যান করলেন সেই কাব্যোপহার। সম্রাটের অভিমত—ভারতীয় কাব্য শুধু ভাববিলাসে পূর্ণ। মানুষের সত্যিকারের সন্ধান সে রাখে না। অলীক কল্পনার স্থান বিক্রমাদিত্যের রাজ সভায় হবে না কোন দিন।

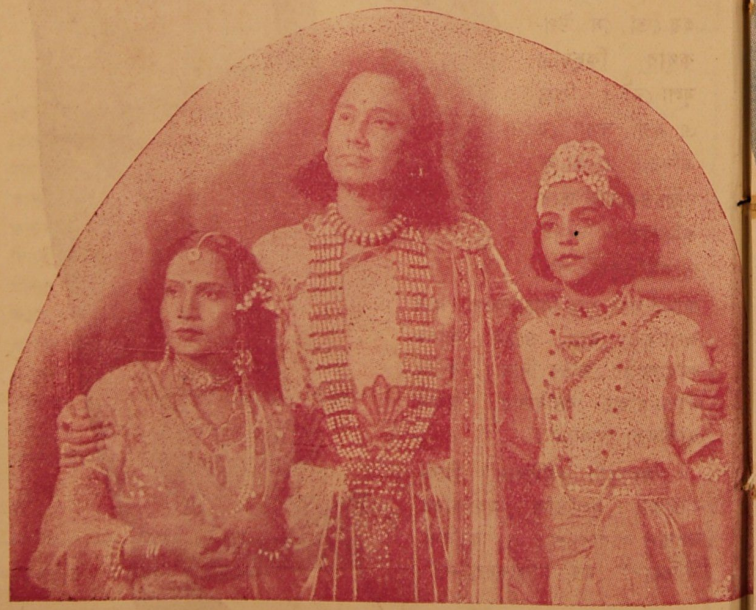

কালিদাস—অপমণিতা তরুণ কবি কালিদাস গ্রন্থ নিয়ে সভাস্থল পরিত্যাগ করলেন।

যুবরাজ কুমারগুপ্তের অভিষেকের দিন। রথারোহনে নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছেন সম্রাট বিক্রমাদিত্য। সঙ্গে বালক কুমারগুপ্ত আর রাজকন্যা মণিদীপা। সহসা মণিদীপা সারথিকে রথ থামাতে বল্লেন। পথের ধূলায় প'ড়ে আছে ছিন্ন তালপত্র। রাজকন্যা কুড়িয়ে নিয়ে দেখলেন—রঘুবংশ আর কুমারসম্ভব। অভিমানী কবি পথেই ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন তার অপমানিত কাব্য। রাজকন্যা সযত্নে তুলে নিলেন তালপত্রের গুচ্ছ। সম্রাট রুষ্ট হলেন। দূর থেকে কালিদাস দেখলেন কবিতার সম্মান আর কবিতার অপমান। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন রাজার সম্মান তাঁকে অধিকার করতেই হবে।

দেবীদাস নাম গ্রহণ ক'রে কালিদাস আশ্রয় নিলেন উজ্জয়িনীর রাজ পণ্ডিত

# মহাকবি কালিদাস

আচার্য দিঙনাগের গৃহে। ইতিমধ্যে দিঙনাগ রাজকন্যা মণিদীপার মুখে কালিদাসের প্রশস্তি শুনে কবির প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে উঠেছেন। এস্থলে কালিদাসকে দেবীদাসরূপেই থাকতে হবে নতুবা আশ্রয় মিলবে না।

বিক্রমাদিত্যের মনে কিন্তু শান্তি নেই। বিদ্যোৎসাহী সম্রাট বুঝতে পারলেন না কাব্যের অনাদর ক'রে অন্যায় করেছেন কি না। বিক্রমাদিত্যের ছিল বত্রিশ সিংহাসন। বত্রিশ পুতুল তার। সম্রাটের এক- একটি পুণ্যকার্য্যে এক-একটি পুতুল মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু কালিদাসের অপমানের পর মুক্তিলাভ করলো না পুতুল। সম্রাটের এ-পরাজয়ে সম্রাজ্ঞী ভানুমতি হলেন উল্লসিত। সম্রাট বিবাহ করে এনেছেন এই যাদুকন্যা ভানুমতিকে নিজের পুণ্যপ্রভাবে। কিন্তু বরমাল্য আজো দেন নি ভানুমতি। কথা আছে, যেদিন বিক্রমাদিত্য আপন পুণ্যের মাহাত্ম্যে ভানুমতির যাদুমায়াকে পরাজিত করতে সমর্থ হবেন সেই দিন-ই শুধু সম্রাজ্ঞীর বরমাল্য সম্রাট দাবী করতে পারবেন। তার আগে নয়। তাই

ভানুমতির উল্লাস, পুণ্যশ্রী সম্রাট পুণ্যচ্যুত হয়েছেন।

রাজকণ্যা মণিদীপা ইতিমধ্যে কালিদাসের কাব্য পাঠ ক'রে শুধু মুগ্ধই হন নি, একটা অচ্ছেদ্য আকর্ষণ অনুভব করলেন। সম্রাটকে পাঠ ক'রে শুনালেন রঘুবংশ আর কুমারসম্ভব। সম্রাট বুঝলেন, এ কাব্য শুধু বিলাস নয়, অলস কল্পনা-ও নয়। বুঝলেন, মানুষের নিবিড়তম অনুভূতির গভীরতম প্রকাশ প্রমূর্ত্ত হয়েছে এই কাব্যে।

সম্রাট কালিদাস-বিদ্বেষী দিঙ্‌নাগাচার্যকে নিযুক্ত করলেন কালিদাসের সন্ধান নিতে। দিঙ্‌নাগ ছদ্মবেশী কালিদাসকে চিনতে পারলেন না। কাজেই রাজাকে জানালেন যে, কালিদাস নিরুদ্দেশ।

বিক্রমাদিত্য নবরত্ন সভার আয়োজন করলেন। অষ্ট রত্ন অষ্টাসন অধিকার করেছেন। বাকি আছে নবম আসন। সাহিত্যে যাঁর অধিকার

# মহাকবি কালিদাস

এ আসনেও তাঁরই অধিকার। দিঙ্‌নাগ দাবী করলেন সে-আসন। কিন্তু রাজকন্যা মণিদীপা প্রকাশ্য সভায় জানিয়ে দিলেন যে, এ-আসন কবি কালিদাসের। রাজকন্যা এক সপ্তাহের সময় নিলেন নিরুদ্দেশ কবিকে খুঁজে আনবার জন্যে।

অপমানিত দিঙনাগ গৃহে ফিরে এলেন। ছদ্মবেশী কালিদাস গুরুর অপমানেও মর্মাহত হয়ে স্থির করলেন, রত্নসভার নবম আসন অধিকার করতেই হবে। তাই হবে তাঁর গুরু-দক্ষিণা।

কবি এলেন রাজপ্রাসাদে। ভানুমতির মায়া প্রভাবে সম্রাট চিনতে পারলেন না কালিদাসকে। মণিদীপার চোখে-ও নেমে এল মায়ানিদ্রা। কালিদাস নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। সম্মুখে তার রাজকন্যা। মূর্তিমতী কবিতা। মণিদীপার দেহ স্পর্শ ক'রে কবি বল্লেন, জাগো। কবির স্পর্শে

মায়ার হলো পরাজয়। রাজকন্যার ঘুম গেল ভেঙ্গে। কবি আর কবিপ্রিয়া। নীরব মুহূর্ত। তথাপি যেন যুগযুগান্তরের সঙ্গীতে মুখরিত।.....

মণিদীপার অনুরোধ সত্ত্বেও এবার কালিদাস সম্মত হলেন না রত্নসভার আসন গ্রহণ করতে। কবির অভিমান – সম্রাট তাকে চিনতে পারেন নি। রাজপ্রাসাদের প্রতি ভুর্জ-পত্রের কবির বিষম বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেলো কয়েকটি শুষ্ক কথায়।

কিন্তু নবম আসন শূন্য থাকতে পারে না। কালিদাস নিরুদ্দেশ জেনে সম্রাট দিঙনাগকেই নবম আসনে প্রতিষ্ঠিত করবেন স্থির হলো।

মণিদীপা ভেঙ্গে পড়লেন। সখী ছিল নিপুণিকা আর চতুরিকা। উপায় উদ্ভাবন করলো যাতে ক'রে কালিদাস নবম আসন গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। দিঙনাগ পাবেন না। সমস্যা ঠিক হলো—অপূর্ণকবিতার পাদপূরণ! যথাদিবসে দিঙনাগ অকৃতকার্য হলেন। বিধির লিখন ছিল কালিদাসের —পাদপূরণ করতেই হবে তাঁকে। সভাস্থলে কালিদাস মণিদীপার কবিতার পাদপূরণ করলেন। আচার্য দিঙনাগ হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন!

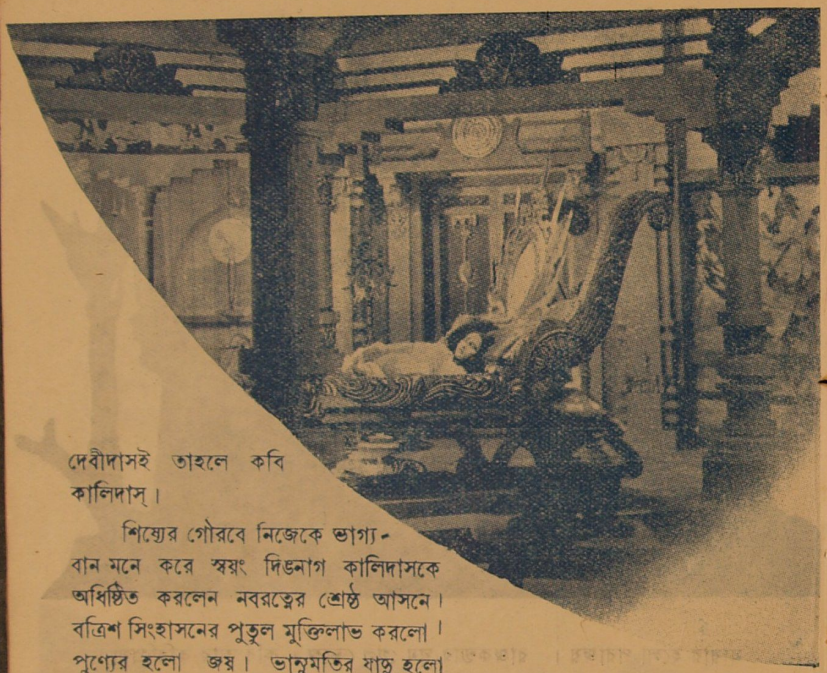

দেবীদাসই তাহলে কবি কালিদাস্।

শিষ্যের গৌরবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে স্বয়ং দিঙনাগ কালিদাসকে অধিষ্ঠিত করলেন নবরত্নের শ্রেষ্ঠ আসনে। বত্রিশ সিংহাসনের পুতুল মুক্তিলাভ করলো। পুণ্যের হলো জয়। ভানুমতির যাদু হলো পরাজিত। আর মণিদীপা! সার্থক হলো তার কবিপ্রীতি।

রাজসভায় কালিদাস হলেন সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রেমের কবি পৌরজন-সমাজে প্রভূত সম্মান লাভ করলেন। মানুষের প্রেম যে আর সব কিছুর চাইতে অনেক বেশি মহীয়ান একথা কালিদাস মর্মে মর্মে বিশ্বাস করেন। তাই তিনি এক অনার্য শক যুবক আর আর্যকুমারীর প্রেমের সহায়তা ক'রে হাসিমুখে কারাবরণ করলেন। তথাপি কালিদাসের বিশ্বাস, জীবনে মিলনের চাইতে বিরহ মধুর-তর। এ জন্যেই বুঝি রাজকন্যার মিলনমুখী প্রেম মহাকবি প্রত্যাখ্যান করলেন।

এ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কালিদাস শকুন্তলা নাটক-রচনায় মনোনিবেশ করলেন। স্থির করলেন, নাটকের সমাপ্তি হবে দুষ্মন্ত—শকুন্তলার চিরবিচ্ছেদে।

সম্রাট বল্লেন, তা হয় না। নাট্যশাস্ত্র বলে, সমাপ্তি হবে মিলনে।

কবি বল্লেন, শাস্ত্র আর জীবন এক নয়।

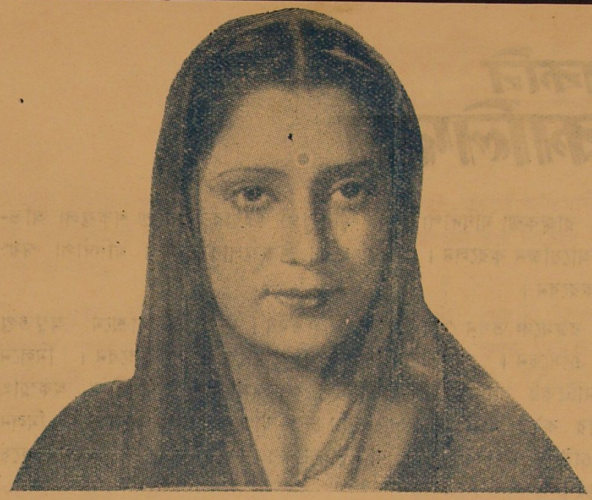

কিন্তু অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছায় রাজকবি কালিদাস রাজাদেশে অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ মিলনান্তক করলেন। কবির চোখে এল জল, প্রতি-মুহূর্ত্তে তিনি নিজেকে শৃঙ্খলিত বোধ করতে লাগলেন। রাজশক্তির সঙ্গে কবি-চিত্তের প্রচণ্ড সংঘাত সুরু হলো।

মিলনে সমাপ্ত ক'রে শকুন্তলা নাটক রাজার হস্তে নিবেদন করলেন কবি। কিন্তু বিরহের মহিমা কীর্ত্তন করলেন প্রকাশ্য রাজসভায়। জীবন ভ'রে তিনি শুধু দেখেছেন মানুষের বাসর-ভাঙ্গা খেলা। তাই তো কালিদাস বিরহের কবি।

তর্কের ফলে সম্রাট ক্রোধোন্মত্ত হলেন। কালিদাসকে দিলেন নির্ব্বাসনদণ্ড। সম্রাট মনে করলেন, কালিদাস বুঝি বা রাজাদেশ লঙ্ঘন ক'রে শকুন্তলা বিরহে সমাপ্ত করেছেন। বিদ্রোহী কবি সে। নির্ব্বাসন তার উপযুক্ত দণ্ড।

কালিদাস কিন্তু এতদিনে খুঁজে পেলেন মুক্তির সন্ধান। উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করলেন ভারমুক্ত অন্তরে।

সম্রাট কিছুকাল পরে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন যখন মণিদীপা এসে জানালেন শকুন্তলা নাটক মিলনে সমাপ্ত হয়েছে—বিরহে নয়। কালিদাসকে নির্ব্বাসিত করে সম্রাট এ কি পাপ করলেন? রত্নসভার মধ্য মণিকে হারিয়ে সম্রাট রাজকার্যে অবহেলা করতে লাগলেন মনে তাঁর শান্তি

# মহাকবি কালিদাস

নেই। রাজকন্যা মণিদীপা কবির স্মৃতিপূজা করবার উদ্দেশ্যে শকুন্তলা অভিনয়ের আয়োজন করলেন। স্থির হলো, শকুন্তলার ভূমিকা মণিদীপা স্বয়ং গ্রহণ করবেন।

রঙ্গমঞ্চে তখন শেষ দৃশ্যের অভিনয়। মারীচের আশ্রমে অনুতপ্ত দুষ্মন্ত এসেছেন। পরিত্যক্তা শকুন্তলা স্বামীকে গ্রহণ করবেন। মিলনে হবে নাটকের সমাপ্তি। অভিনয়কালে শকুন্তলাবেশে মণিদীপা অকস্মাৎ চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন—তুমি চ'লে যাও মহারাজ দুষ্মন্ত। মিলন আমি চাই নে, মহাকবি চান্ না। রঙ্গমঞ্চের উপরে মণিদীপা অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

এমন সময় রাজ্যে উপস্থিত হলো উৎপাত। অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, ধূমকেতু আর সসৈন্যে শকসেনাপতি রুদ্রদাম। কিন্তু সম্রাট বিক্রমাদিত্য নিশ্চেষ্ট। সিংহাসনে আর তাঁর মমতা নেই। যে সিংহাসন শুধু রাজ-সম্মানই দান করে, মানুষকে মানুষ করে না বিক্রমাদিত্য আজ তা' হেলার সঙ্গে পরিত্যাগ করতে পারেন। রুদ্রদামকে বিনা দ্বিধায় উজ্জয়িনীর সিংহাসন দান করতে চাইলেন। সম্রাটের অপূর্ব মাহাত্ম্য দর্শনে রুদ্রদাম বশ্যতা স্বীকার করলো। আবার ধীরে ধীরে উজ্জয়িনীর পূর্বশ্রী ফিরে এলো। এলেন না শুধু মহাকবি কালিদাস। সম্রাট স্থির করলেন, দীনবেশে একাকী যাবেন কবিকে ফিরিয়ে আনতে।

কবি তখন সুদূর কাঞ্চিরাজ্যে। নর্তকী কাঞ্চন মালার অতিথি কালিদাস। ভারতবিশ্রুতকীর্তি কবি কালিদাসের প্রতিভাদীপ্ত মূর্তি দর্শনে কাঞ্চনমালা মোহিত। বুঝি বা প্রীতির সঞ্চার-ই হলো সেদিন নর্তকীর কলুষিত জীবনে।

একদিন নিবিষ্টমনে কাব্যালোচনা হচ্ছিল কবি আর কাঞ্চনমালাতে। এমন সময় দ্বারদেশে এলেন কাঞ্চিরাজ। কবির প্রেমমুগ্ধা নর্তকী কাঞ্চিরাজকে দর্শন না দিয়ে বিদায় ক'রে দিলো দ্বার হতে। কাঞ্চিরাজ এ-অপমানের কথা কিছুতেই ভুলতে পারলেন না।

কবি কালিদাস কিন্তু বিমুখ হলেন। রাজ-ঐশ্বর্যের প্রতি পরম বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা পোষণ ক'রে তিনি উজ্জয়িনী ত্যাগ করেছেন। যখন

মহাকবি কালিদাস

শুনলেন নৃপতি পদার্পন করেন এই নর্তকীর গৃহে সেই মুহূর্তে অভিমানী কবি গৃহ ত্যাগ ক'রে কোথায় চ'লে গেলন। আজো জীবনে তাঁর বিচ্ছেদ-ই সত্য হয়ে রইলো।

প্রথম আষাঢ়। আকাশে নববর্ষার শ্যামল মেঘ। উজ্জয়িনীর রাজগৃহে বর্ষার বেদনাময় উৎসব। আর কাঞ্চিরাজ্যের সুদূর প্রান্তে জীর্ণ বেশে কবি কালিদাস মেঘদূত রচনায় উদ্ব্যস্ত। মেঘদূত—নিখিল বিরহী চিত্তের বেদনার ইতিহাস। মহাকবির জীবন-বেদ!

আকাশে নীলমেঘের নীলাঞ্জন। কবির কণ্ঠে মেঘদূতের শ্লোক। সেই সুরে সুর মিলিয়ে দীনবেশে কুটিরে প্রবেশ করলো নর্তকী কাঞ্চনমালা। সর্বত্যাগিনী সে।

এদিকে অপমানিত কাঞ্চিরাজ গুপ্তচর প্রেরণ করলেন কবিকে বধ করতে। কবির জন্যই না আজ নর্তকী তাকে দ্বার হতে বিদায় করে দিলো।

গুপ্তচর সন্ধান করে কবিগৃহে উপস্থিত হলো। তখন মেঘদূত রচনা সমাপ্ত হয়েছে। অসুস্থ পিপাসার্ত কবি কাঞ্চনমালার কাছে জল প্রার্থনা করলেন। বাইরে অপেক্ষায় ছিল রাজার গুপ্তচর। পানীয় জলে বিষ মিশিয়ে রাখলো সে। কাঞ্চনমালা কিছু না জেনে সেই জল নিয়ে কবিকে দিলো পান করতে। তৃষ্ণার্ত কালিদাস পান করলেন জল—কালকূট হলাহল। মহাকবির জীবন-প্রদীপ মুহূর্তে নির্বাপিত হলো।

এমন সময় গৃহদ্বারে কার ছায়া পড়লো! অনুতপ্ত সম্রাট বিক্রমাদিত্য জীর্ণশীর্ণ বেশে প্রবেশ করলেন। দেখলেন কবি নেই, বুঝলেন কবির মৃত্যু নেই।

কবিদেহ আনীত হলো উজ্জয়িনী নগরে। স্থাপিত হলো বত্রিশ-সিংহাসনে। পুণ্যদেহস্পর্শে শেষ পুতুল মুক্তি পেল। মণিদীপার চোখে জল, কাঞ্চনমালার চোখে জল, আর চোখে জল উজ্জয়িনী বাসীর! বিরহের কবি মরণে রেখে গেলেন অনন্ত বিরহ। সেই তো তার অমরতা, সেই তো তার জয়॥

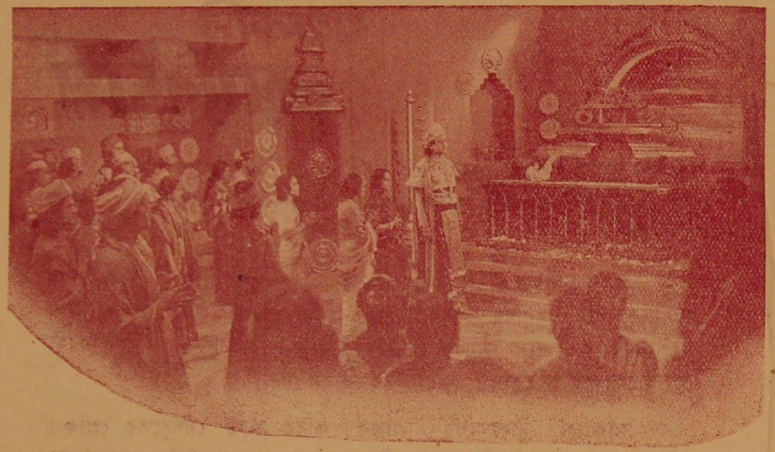

## গান

( এক )

জাগো,
অনাদি তাপস জাগো
জাগো শিব শঙ্কর,
হিম গিরি কন্দরে
বসন্ত সঞ্চরে
প্রথম প্রেমিকা উমা
কম্পিত অন্তর।

অরণ্য পর্ব্বতে
শিহরিছে যৌবন
পঞ্চ শরের শরে
আজি ধরা উন্মন
ধ্যানের দেবতা শিবে
প্রণয়ে বরিয়া নিবে
প্রথম প্রেমিকা উমা
লাজভরে মন্থর।

—মনিদীপা—

( দুই )

সে কি বন্ধন মানে না?
সে কি হায় জানে না?—
সাগরের কল্লোল শঙ্খে যে বন্ধ
নূপুরের বক্ষে যে ঝঙ্কার ছন্দ
কিশোর সে কিশলয় ফাগুন কি আনে না?
সে কি হায় জানে না?

বাঁশরীর ক্ষুদ্র সে রন্ধ্রে
কত মহা গীতি আজো মন্দ্রে।
চক্ষের সীমানায় বন্দী যে বিজলী
ক্ষণেকের মাঝে আছে চিরপ্রেম উজলি
হৃদয়ের স্পন্দনে হৃদয় কি টানে না—
সে কি হায় জানে না?

—মনিদীপা—

# মহাকবি কালিদাস

( তিন )

দিনে দিনে উমা শশীকলা সমা
বাড়িছে তোমার লাগি
লাবনি তাহার জোছনা অপার
কোথা তুমি অনুরাগী?
=নিপুণিকা ও চতুরিকা=

( চার )

সুমেরু পবন এনেছে স্বপন
দুটি চোখে তব অনিন্দিতা
জাগো মণিদীপা হও কবিদীপা
চির দিবসের তুমি কবিতা।
ছিল মোর বাণী নীড় ভাঙ্গা পাখী
প্রাণের কুলায় আনিয়াছ ডাকি
ধরণীর বুকে আমি পরাজয়,
দিলে জয়মালা অপরাজিতা
অনিন্দিতা।

=কালিদাস=

( পাঁচ )

( আমি ) পেয়েছি তার বারতা,
কুরুবকের কলির বুকে
ভ্রমর যেথায় ঘুমায় সুখে
সহকারের তনু ঘিরে লাজে লতার জড়তা,
সেখান হতে প্রাণের পথে
এলো যে তার বারতা
বুঝতে কি সই পার তা?
হরিণ যেথায় হরিণীরে
বিনি কথায় সকল কথা শুনায় কেবল ফিরে ফিরে
সে দেশ কোথা নাই বা জানি
আছে তবু তাইতো মানি,
পরাণ সেথা চরণে কার আপন হতেই প্রণতা
সেখান হতে প্রাণের পথে
এলো যে তার বারতা
বুঝতে কি সই পার তা?

—মণিদীপা—

( ছয় )

স্বপ্নের নীল নভে ফাল্গুন ছিল যবে
অশোক পলাশে ছিলে রাঙ্গিয়া;
যৌবন খেলা ঘরে এসেছিলে খেলা তরে
কোন্ ভুলে হিয়া গেলে রাখিয়া?
বেতসের ছায়ে ছায়ে চলেছিনু পায়ে পায়ে
পথহীন পথে দুজনে'
ছিল কথা প্রাণে প্রাণে, ফুটিল তা' গানে গানে
বন-কপোতের কুজনে।
শিপ্রা রেবার জল দুলেছিল টলমল
রূপকথা-রাতি এলো নামিয়া।
মর্ম্মর শিলা পরে বসেছিনু ক্ষণ তরে
ক্ষণেকের মহালগনে
কখন চাঁদের আশে মেঘ এলো পাশে পাশে
এলো ছায়া দূর গগনে
তুমি ফেলে দিলে মালা, আমি বাঁশরীর জ্বালা
খেলাঘরে খেলা গেল ভাঙ্গিয়া॥

—চন্দনা ও কিশোর—

( সাত )

কালিদাস—শুনি বাসন্তিকা
কোথা কাঁদিছে একা
একি বসন্ত রে?
নহে অশোক রাঙ্গা
এ যে ব্যথায় ভাঙ্গা
কার হৃদয় ঝরে।
একি বসন্ত রে?
মণিদীপা—নহে ফুল-সুরভি, কোন্ বিরহীকবি
জ্বালে পরাণ ধূপে, রহি বিজন ঘরে
একি বসন্ত রে?

# মহাকবি কালিদাস

কালিদাস—মহে মলয় ধারা, কার নিশাস হারা
ভাঙ্গি-হৃদয় কারা আজি বিমনা ক'রে!
এ কি বসন্ত রে?
মণিদীপা—কোথা উষার আলো?
কালিদাস—এযে গোধূলি কালো!
মণিদীপা—কোথা মাধবী মালা?
কালিদাস—এযে অনল জ্বালা—!
নাহি ফাগুন দিশা
আছে মরুর তৃষা
আজি ভুবন ভ'রে—
মণিদীপা—নাহি সলাজ আঁখি
সেথা বিরহ আঁকি
চলি পথের পরে—
উভয়ে—এ কি বসন্ত রে?

( আট )

ঐ জোছনার গাঙে বুঝি বান ডেকেছে,
বনে আর মনে কার দোলা লেগেছে
সে যে তুমি সে যে আমি;
ভয় তবু আসে নামি
কহে কালিদাস, ভুল মায়া জেগেছে।
পূর্ণিমা চাঁদ অই ওঠে গগনে—
বঁধু তব মধু আঁখি মোর নয়নে
আমের মুকুল হতে
সুরভি আসিছে স্রোতে
কালিদাস কহে, আছ মিছে স্বপনে।
বাপীতটে বাঁশুরিয়া বাঁশরী বাজায়
পাহাড়ে লেগেছে ঘুম—দেখ শুধু তায়
কোন ব্যথা সুরে সুরে
ঝরে যায় ঝুরে ঝুরে
জানে কবি কালিদাস আপন হিয়ায়।
বাসরের ঘরে জ্বলে ফটিক বাতি
হিয়াতে ঘুমায় সুখে হিয়ার সাথী
তবু তো দীরঘশ্বাস
কহে কবি কালিদাস
মিলন এনেছে ডাকি বিরহ রাতি।

—উজ্জয়িনীবাসী—

( নয় )

প্রথম আষাঢ় শুধু কি গগনে—
মেঘের স্বননে
শুধু কি পবনে
প্রাণে প্রাণে সে কি নয় গো?
একা লাগি একা যেথা কাঁদে একা
সেথা মেঘদূত রয় গো।
শুধু রামগিরি অলকার মাঝে
দেখিয়াছ কবি কি বিরহ রাজে
আপন হৃদয় আখনি কি হায়?
কি বেদনা তায়
বিরহে লুটায়
কি কথা নীরবে কয় গো;
নিখিল বিরহী কাঁদে রহি রহি
নিখিলের হিয়াময় গো।

—কাঞ্চনমালা—

কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমাবর্ষভোগ্যেণ ভর্ত্তুঃ
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু: বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।

মতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেডের তরফে হরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও গ্লাসগো প্রিন্টিং কোম্পানী, হাওড়া হইতে মুদ্রিত।